

ইনোভেশন পাইলটিং

| ক্রম | অর্থবছর | মন্ত্রণালয় / অধিদপ্তর বা দপ্তর | ইনোভেশনের নাম | ইনোভেশনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ (সর্বোচ্চ ১০০ শব্দ) | কার্যক্রমের অগ্রগতি (%) | সারা দেশের ইনোভেশনটি বাস্তবায়নযোগ্য কিনা? | কর্মসম্পাদন চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত কিনা? (কোন অর্থবছর) | সংযুক্ত ডকুমেন্ট (pdf/word) |
|------|---------|---------------------------------|--|---|-------------------------|--|--|-----------------------------|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
| ০১ | ২০১৯-২০ | মৎস্য অধিদপ্তর | বাংলাদেশের মৎস্য খামার যান্ত্রিকীকরণে স্বল্পব্যয়ী অটোমেটিক ফিশ ফিডার তৈরি | বাংলাদেশের মৎস্য খামারগুলো সনাতন ব্যবস্থাপনার আওতায় পরিচালিত হচ্ছে। এই সনাতন ব্যবস্থাপনার পরিবর্তে বিভিন্ন আধুনিক মৎস্যচাষ সম্পর্কিত যন্ত্রপাতি ব্যবহারের মাধ্যমে যান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে। এ ব্যবস্থাপনায় মৎস্য খামারের মৎস্য খাদ্য প্রদান যান্ত্রিক ব্যবস্থাপনার আওতায় এনে মৎস্য খামারের উৎপাদন বৃদ্ধি ও উৎপাদন ব্যয় হ্রাস করা হবে। | ৩০% | হ্যাঁ | না | |
| ০২ | ২০১৯-২০ | মৎস্য অধিদপ্তর | Dr. Fish (মাছের ডাক্তার) | Dr. Fish অ্যাপ তৈরি করা হবে যেখানে মৎস্য কর্মকর্তার প্রোফাইল (নাম, পদবী, কর্মস্থল, মোবাইল নম্বর), ছবি তোলা ও পাঠানো, অডিও কল, ভিডিও কলের অপসন থাকবে। অ্যাপটি ব্যবহারের মাধ্যমে মৎস্যচাষিগণ যে কোনো স্থান থেকে তাৎক্ষণিকভাবে পুকুর পাড়েই মৎস্য সংক্রান্ত সেবা পাবেন- রোগাক্রান্ত মাছ, পুকুরের রং ও অবস্থার ছবি পাঠিয়ে অডিও কলের মাধ্যমে অথবা, ভিডিও কলের মাধ্যমে রোগাক্রান্ত মাছ, পুকুরের রং ও অবস্থা দেখার মাধ্যমে। | ৭০% | হ্যাঁ | না | |
| ০৩ | ২০১৯-২০ | মৎস্য অধিদপ্তর | ক্লাস্টার ফার্মিং সম্প্রসারণের মাধ্যমে মৎস্য সেবা সহজীকরণ | জলবায়ু পরিবর্তনসহ বিভিন্ন কারণে পানির প্যারামিটারগুলোর প্রতিনিয়ত পরিবর্তন হচ্ছে যার প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়ছে মাছ ও চিংড়ি উৎপাদনের উপর। নতুন নতুন রোগের প্রাদুর্ভাব, চিংড়ির হঠাৎ মড়ক ইত্যাদি বিষয়গুলো উৎপাদনকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে নিয়মিত মাটি ও পানির গুণাগুণ পরীক্ষা নিরীক্ষা করা এখন অত্যন্ত জরুরী হয়ে পড়েছে। উপকূলীয় মৎস্য সম্পদের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং তা টেকসই ও স্থায়ীকরণের লক্ষ্যে চাষির দোড়গোড়ায় মৎস্য সম্প্রসারণ সেবা পৌঁছে দেওয়া একান্ত প্রয়োজন। খুলনা জেলার ডুমুরিয়া উপজেলায় ছোট বড় মিলিয়ে প্রায় ২৬০০০ টি ঘেরে ২৫০০০ জন চাষি চিংড়ি চাষ করে থাকেন। (তন্মধ্যে ৮০% সনাতন পদ্ধতির এবং ২০% হালকা উন্নত পদ্ধতির চাষাবাদ করে)। অধিকাংশই ঘেরে সনাতন পদ্ধতির চাষাবাদের ফলে উৎপাদন খুবই কম হচ্ছে। এ উপজেলায় গলদা বাগদা মিলিয়ে বছরে চিংড়ি উৎপাদন প্রায় ১১ হাজার মেট্রিক টন। অথচ চাষিদের মাঝে উন্নত প্রযুক্তি সম্প্রসারণ করা হলে অর্থাৎ সনাতন পদ্ধতির পরিবর্তে হালকা উন্নত পদ্ধতিতে উন্নীত করা সম্ভব হলে এ উৎপাদন অতি সহজই দ্বিগুন বাড়ানো সম্ভব হতো (সনাতন পদ্ধতিতে বাগদা চিংড়ির হেক্টর প্রতি উৎপাদন ৩৩০ কেজি, হালকা উন্নত পদ্ধতিতে বাগদা চিংড়ির হেক্টর প্রতি | ৮০% | হ্যাঁ | না | |

| ক্রম | অর্থবছর | মন্ত্রণালয় /অধিদপ্তর তর বা দপ্তর | ইনোভেশনের নাম | ইনোভেশনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ (সর্বোচ্চ ১০০ শব্দ) | কার্যক্রমের অগ্রগতি (%) | সারা দেশের ইনোভেশনটি বাস্তবায়নযোগ্য কিনা? | কর্মসম্পাদন চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত কিনা? (কোন অর্থবছর) | সংযুক্ত ডকুমেন্ট (pdf/w ord) |
|------|---------|--|---|--|-------------------------------|---|--|---------------------------------------|
| | | | | উৎপাদন ১০০০ কেজি)। মৎস্য অধিদপ্তরের বিদ্যমান স্বল্প সংখ্যক জনবল ও সীমিত সম্পদ ব্যবহার করে সকল চাষিকে প্রশিক্ষণ ও পরামর্শ সেবা প্রদান করতে সুদীর্ঘ সময় প্রয়োজন। একটি অঞ্চল/বিলের চাষিদের একত্রিত করে ক্লাস্টার গঠন করা হচ্ছে। পাশাপাশি অবস্থিত ২০-২৫টি ঘের চাষিকে একত্রিত করে প্রশিক্ষণ, পরামর্শ, সচেতনতা বৃদ্ধি, মাঠ দিবস, ফলাফল প্রদর্শন ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। | | | | |
| ০৪ | ২০১৯-২০ | মৎস্য অধিদপ্তর | Wish Pond (ইচ্ছা পুকুর) | যাদের পুকুর নাই বা পুকুর তৈরীর স্থান নাই তারা তাদের গৃহাঙ্গানে ক্ষুদ্র পরিসরে গর্ত করে জৈব মাটির বস্তা দিয়ে পাড় তৈরী পুকুরের ভিতরে পলিথিন দিয়ে পানি সংরক্ষণ করে মাছের চাষ/মজুদ করলে দরিদ্র মানুষ তাদের প্রয়োজনে মাছ আহরণ করতে পারবে। প্রয়োজনে খাল/বিল/উন্মুক্তজলাশয় থেকে আহরনকৃত মাছ Wish Pond এ মজুদ করে তাদের নিয়মিত পরিমিত হারে আন্টিবায়ের চাহিদা মেটাতে পারবে। এক্ষেত্রে Wish Pond টি একদিকে চাষীর পুকুর অন্যদিকে জীবন্ত ফ্রিজ হিসাবে ব্যবহার হবে। পুকুরে অক্সিজেন সংকটে Aquarium Air Pump ব্যবহার করা হবে। এছাড়া জৈব মাটি সমৃদ্ধ বস্তায় সজ্জি লাগিয়ে পুকুরের উপরে জালের বেড়া দিলে পুঁইশাক, সিম, বরবটি, উচ্ছে, কাঁচা মরিচ, বেগুন ইত্যাদি সজ্জির উৎপাদন হবে যা চাষির দৈনিক চাহিদা মিটাতে সাহায্য করবে। ফলে দরিদ্র জনগোষ্ঠি আর্থ-সামাজিকভাবে লাভবান হবে। | ৬০% | হ্যাঁ | না | |
| ০৫ | ২০১৯-২০ | মৎস্য অধিদপ্তর | স্বয়ংক্রিয়ভাবে মাছের রোগ নির্ণয় ও প্রতিকার | শুধুমাত্র চাষি/ব্যবহারকারী রোগাক্রান্ত মাছের একটি ছবি উঠানোর মাধ্যমে ডেটা এনালিসিস, পিজ্জেল এনালিসিস এবং ডেটা ম্যানিপুলেশন এর মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয়ভাবে মাছের রোগ নির্ণয় করা যাবে এবং রোগের মাত্রা অনুযায়ী ঔষধের ডোজ নির্ণয় করা যাবে এবং জিপিএস এপিআই ব্যবহার করে চাষি/ব্যবহারকারীর স্থান নির্ণয় করা যাবে এবং পরবর্তীতে মাছের ঔষধ বিক্রতার দোকানের ডেটাবেইজ (এপ্লিকেশনের সাথে লিংকড থাকবে) থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে দোকানির নাম্বারে কল চলে যাবে এবং এসএমএস এর মাধ্যমে ডোজ টি চলে যাবে। দোকানি সাথে সাথে তার লোক দিয়ে চাষির পুকুরে পৌঁছে দিবে তার প্রতিনিধির মাধ্যমে (এজন্য তাকে আলাদা পে করা হবে)। এবং এই পুরা কাজটি করতে সময় লাগবে ৩০ সেকেন্ড + দোকানির ঔষধ নিয়ে আসতে যতটুকু সময় লাগে। | ৩০% | হ্যাঁ | না | |

| ক্রম | অর্থবছর | মন্ত্রণালয় /অধিদপ্তর তর বা দপ্তর | ইনোভেশনের নাম | ইনোভেশনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ (সর্বোচ্চ ১০০ শব্দ) | কার্যক্রমের অগ্রগতি (%) | সারা দেশের ইনোভেশনটি বাস্তবায়নযোগ্য কিনা? | কর্মসম্পাদন চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত কিনা? (কোন অর্থবছর) | সংযুক্ত ডকুমেন্ট (pdf/w ord) |
|------|---------|--|---|---|-------------------------------|---|--|---------------------------------------|
| ০৬ | ২০১৯-২০ | মৎস্য অধিদপ্তর | শ্বেচ্ছাসেবকদের মাধ্যমে ইলিশ সম্পদ রক্ষায় বেতাগী মডেল | স্থানীয়ভাবে শ্বেচ্ছাসেবকদের উদ্বুদ্ধ করে টিম গঠনপূর্বক নদীর যেকোনো স্থানে যেকোনো সময়ে তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবস্থা নিয়ে ইলিশ সম্পদ রক্ষা করা। নদীর বিভিন্ন ঝুঁকিপূর্ণ স্থান চিহ্নিত করে এলাকাভিত্তিক ৫-৬ জন করে শ্বেচ্ছাসেবক দল গঠন করে তাদের মাধ্যমে দিনরাত পাহারা বসিয়ে ইলিশ সম্পদ রক্ষা করা হয়। এছাড়া নদীর যেকোনো স্থানে যেকোনো সময়ে যে কেউ আইন ভঙ্গ করলে তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবস্থা নেয়া সহজ হয়। | ৮০% | না (কর্মকর্তা/ কর্মচারীর দক্ষতা ও শ্বেচ্ছাসেব কদেরকে মোটিভেশন ের উপর নির্ভর করে) | না | |
| ০৭ | ২০১৯-২০ | মৎস্য অধিদপ্তর | সিংগেল ড্রপ টাইট্রেশনের মাধ্যমে পানির পিএইচ পরিমাণ পদ্ধতির কার্যকারিতা যাচাইকরণ | এই পদ্ধতির মাধ্যমে পানির পিএইচ পরিমাপ পদ্ধতিটি নিম্নস্বাক্ষরকারি কর্তৃক উদ্ভাবিত একটি উদ্ভাবনী কার্যক্রম। এই পদ্ধতির মাধ্যমে মৎস্যচাষিগণ/ মৎস্য খামারের মালিকগণ তাদের খামারের পানির পিএইচ সম্পর্কে অতি সহজে, স্বল্প ব্যয়ে সম্যক ধারণা লাভ করতে পারেন। | ৯০% | হ্যাঁ | না | |